পাটকাঠি বিক্রি করে লোকসান তুলতে হচ্ছে মেহেরপুরের পাট চাষিদের

মেহেরপুরে কয়েক বছর যাবৎ বৈরী আবহাওয়ার কারনে সেচের পানি ব্যবস্থা করে পাট আবাদ করেছিলেন চাষিরা। ভাল লাভের আশায় পাট চাষ করলেও কাংখিত ফলন বিপর্যয় ও ন্যায্য দাম না পাওয়ায় হতাশ চাষিরা। চাষিরা বলছেন এবছর পাটের আঁশ কম এবং দামও কম। খরচের টাকায় উঠছেনা। পাটের মূল্যবৃদ্ধি না হলে আগামীতে পাট চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

পাট চাষরিা বলছেন, কয়েক বছর ধরে মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টি ও প্রচন্ড তাপদাহের কারনে পাটের আবাদে উৎপাদন খরচ হয়েছে দ্বিগুণ। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ফলন বিপর্যয় ঘটেছে। পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অনেক চাষি পাটের আবাদ ছেড়ে দিয়েছেন। এবছরেও অনেক চাষি পাটের আবাদ করেছেন বুকভরা আশা নিয়ে। কিন্তু সে ‘গুড়ে বালি’ এবছরেও পাটের ফলন হচ্ছেনা,আবার দামও কম। পাট উৎপাদনে যে টাকা খরচ হয়েছে তা উঠছেনা। এমনটা চলতে থাকলে আগামিতে আর পাট চাষ করবেননা চাষিরা।

জেলা কৃষি বিভাগর তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুরের গাংনী,মুজিবনগর, সদরসহ মোট তিনটি উপজেলায় ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। জেলায় এবছর ২ লাখ ৪০ হাজার ৬৩৬ বেল পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। রোপনকৃত সব পাটই প্রায় মেচিওউর হয়ে গেছে । জমি থেকে পাট কেটে পুকুর ডোবা কিংবা জমিতেই স্যালোমেশিন দিয়ে পানির ব্যবস্থা করে পাট পচানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ায় পাটের রং হচ্ছে কালো। এতে দাম কম পাচ্ছেন পাট চাষিরা। বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাংশের পাটের আঁশ তুলনামূলক কম ও রংয়ের পার্থক্য থাকায় সরকার নির্ধারিত মুল্য থেকে বঙ্চিত হচ্ছেন। পাট ব্যবসায়ীরা জানান, এবছর শুকনা পাট বিকিকিনি চলছে ১৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা।

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের পাটচাষি ইদ্রিস আলী জানান, তিনি চৈত্র মাসের শেষের দিকে দুই বিঘা জমিতে পাট বীজ রোপন করেছিলেন। অতিখরার কারনে দুদিন পরপর সেচ দিতে হতো। নিড়ানি,সার,বিষসহ

সোনালী হওয়ার পরিবর্তে কাদাযুক্ত কালো হচ্ছে। যার ফলে এখানকার পাটের চাহিদা একেবারেই কম। পাট প্রক্রিয়াজাতকরন কোন কোম্পানি পাট কিনতে চাচ্ছেনা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টির কারনে পাট বাড়তে পারেনি। আঁশ হয়েছে পাতলা। ওজনও কম হচ্ছে। খালে বিলে পাট পচানোর জন্য পানি না পেয়ে কৃষকরা গর্ত করে সেচ দিয়ে পাট পঁচানোর ব্যবস্থাকরছেন। এতে পাটের যে প্রকৃত রং তা হচ্ছেনা। ফলে নদী এলাকার পাটের তুলনায় দাম কম পাচ্ছেন। তারপরেও সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাট পঁচানো এবং আঁশ সংগ্রহে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ, পিপু সদস্য ও কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত প্রকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে ইউনিয়ন পরিষদকে দুর্নীতিমুক্ত এবং একটি স্বচ্ছ ইউনিয়ন পরিষদ গড়তে চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে ৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ১০ ইউপি সদস্য।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারামোতাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক নম্বর প্যানেল চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন সদস্যদের পক্ষ হতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

বক্তব্যে বলা হয়েছে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন ০৩ নং বগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,১ নং ওয়ার্ড সদস্য রফিকুল ইসলাম,, ২ নং ওয়ার্ড সদস্য সিবাস্তিন মল্লিক, ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য রমজান আলী, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য ওমর ফারুক, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য রিপন আলী,১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আফরোজা রোজ, ৪,৫,ও ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য মাবিয়া খাতুন, সাবেক সদস্য নজরুল ইসলাম,শংকর বিশ্বাস,দিলিপ মল্লিক,লক্ষি মন্ডল,কোমরউদ্দীন সেলিম,বগা মোল্লা,আনারুল ইসলামসহ ১২ জন সাবেক সদস্য।

সংবাদ সম্মেলন শেষে বর্তমান ইউপি সদস্য ও সাবেক ইউপি সদস্যরা মিলে চেয়ারম্যানের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন।

মুজিবনগরে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর বাংলাদেশ গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা অডিটরিয়ামে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর

সিডিপি হেলথ অফিসার আহসানুল হক।

জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুনগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা

২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক শিশু ও যুবসমাজের অনুপাত: (ক) ২য়/৩য় শ্রেণীতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে; এবং (গ) নিম্নমাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গ ভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতামান অর্জন।লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত।

লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে)। লিঙ্গ ভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার।দক্ষতার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের অনুপাত।বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক 2024/08/29 তাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ- জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে

সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।

অপরাপর বিষয়ের পাশাশাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মনোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা।উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট।এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকগুলোর জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে, ধনসম্পদ অনুযায়ী শীর্ষ/নিম্ন পঞ্চমাংশে অবস্থানকারী শ্রেণী ও অন্যান্য, যেমন প্রতিবন্ধিতাগত অবস্থা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহ ও সংঘাত-সংকুল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত উপাত্ত যখন পাওয়া যায়)লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক (ক) স্বাক্ষরতা ও (খ) গণন-দক্ষতায় ন্যূনতম নির্ধারিত মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী অনুপাত।

(ক) জাতীয় শিক্ষানীতি, (খ) পাঠক্রম, (গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও (ঘ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সকল পর্যায়ে প্রতিফলিত (১) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা এবং (২) জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরূপণ।(ক) বিদ্যুৎ, (খ) শিক্ষাদানের জন্য ইন্টারনেট, (গ) শিক্ষাদান কাজে কম্পিউটার, (ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিযোজিত অবকাঠামো ও উপকরণাদি, (ঙ) নিরাপদ খাবার পানি, (চ) পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা, (ছ) হাত ধোয়ার (হাত ধোয়া সংক্রান্ত নির্দেশকের সংজ্ঞা অনুযায়ী) সুবিধাযুক্ত স্কুলের অনুপাত।খাত ও অধ্যয়নের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তির জন্য সরকারিভাবে উন্নয়ন সহায়তা প্রবাহের পরিমাণ।

বিভিন্ন কর্মসূচি সহ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

(ক) প্রাক্-প্রাথমিক, (খ) প্রাথমিক, (গ) নিম্নমাধ্যমিক ও (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মাঝে যারা নিজ নিজ দেশে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক্-চাকুরি বা চাকুরিকালীন ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ (অর্থাৎ শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন, এমন শিক্ষকদের অনুপাত বৃদ্ধি করা। উপরিক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষে মানসম্মত শিক্ষায় অবদান রাখায় উপজেলার সেরা ৬ টি বিদ্যালয়কে সন্মান সূচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।নির্বাচিত বিদ্যালয় গুলো হল মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছে-গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদালয় এবং-আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এবং সেরা প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে। ভবানিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-মুজিবনগর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও-আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় ২১ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ২ জন কলেজ শিক্ষক অংশগ্রহন করেন।

মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ, লক্ষাদিক টাকার মাছ নিধন

মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাসে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লক্ষাধিক টাকার মাছ মেরে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার (২৭শে আগস্ট) দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে শাহীন উদ্দীন শাহিনের পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।

বর্তমানে এই পুকুর টি মনিরুল ইসলাম এবং ফারুক হোসেন এর কাছে লিজ দেওয়া রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে লিজ গ্রহীতা মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি ও আমার ব্যবসায়িক পার্টনার ২ বিঘা ৫ কাটা জায়গার পুকুরটি আনন্দবাস গ্রামের শাহীন উদ্দীন শাহীনের কাছে থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছি। কে বা কাহারা শত্রুতা করে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে। এতে পুকুরের সমস্ত মাছ মারা গেছে। বিষ প্রয়োগের ফলে প্রায় আমাদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন,গত পাঁচ মাস আগে পুকুরে দেশীয় বিভিন্ন জাতের মাছের চারা ছেড়েছি। এতে আমার প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও মাছের খাবার কেনা এবং রক্ষণাবেক্ষণা আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই মাছগুলো বাজারে বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠতো।

এ বিষয়ে তিনি থানায় একটি অভিযোগ করবেন বলে জানান।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ১০ ইউপি সদস্য।

আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৯ ধারামোতাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১ নং ওয়ার্ড সদস্য রফিকুল ইসলাম, ২ নং ওয়ার্ড সদস্য সিবাস্তিন মল্লিক, ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন, ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য রমজান আলী, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য ওমর ফারুক, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য রিপন আলী,১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আফরোজা রোজ, ৪,৫,ও ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য মাবিয়া খাতুন স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের কাছে জমা দেওয়া হয়।

অনাস্থা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন ০৩ নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দু। গত ১১ ই নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার গত ২২ শে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ শপথ গ্রহণ করি। শপথ গ্রহণ করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হইতে পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আয়ুব হোসেন বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ তার এরুপ কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিলে তিনি কোনরুপ কর্ণপাত না করিয়া তাহার লোকজন দ্বারা বিভিন্ন অপমানজনক কথাবার্তা সহ হাত পা ভাঙ্গা এবং মারধরের হুমকি প্রদান করে। পরিষদের সদষ্যদের কোনরুপ মতামত গ্রহণ না করিয়া চেয়ারম্যান স্বেচ্ছাচারিতামূলক বিভিন্ন কার্যকলাপের নিজের খেয়াল খুশি মত বিভিন্ন মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত আছে।

এ সময় ইউপি সদস্যরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে চেয়ারম্যানের

দুর্নীতির তদন্তপূর্বক তাকে অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, এরকম একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠি আমি জেলা প্রশাসক বরাবর পাঠিয়েছি। তিনি যে নির্দেশনা দিবেন সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মুজিবনগরে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও গাছের চারা বিতরণ

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ বিষয়ের সচেতনামূলক প্রচারণা ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার এবং গাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

সচেতনতা মূলক প্রচারণা ও গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস, গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ।

গুডনেইবারর্স এর উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৬শত ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছের বিতরণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ৩ জন আদর্শ বাবাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আদর্শ বাবা সমাবেশে ৫০ জন বাবা ও তাদের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে।

মুজিবনগরে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুব সমাবেশ ও আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) বেলা বারোটার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এক যুব সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়।

যুব সমাবেশে ইমরান হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জাহঙ্গীর হোসেন, মিহিদুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, আবির হোসেন, বায়োজিদ হোসেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, এই যুব সংঘ মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করার লক্ষে বিশেষ ভাবে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা,অসহায়- দরিদ্র শ্রেনীর মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ করতে এই সংগঠনটি পরিচালিত হবে। যুব সমাবেশ শেষে ওমর ফারুককে আহব্বায়ক, হাবিবুর রহমান(বিকু) কে যুগ্ম আহব্বায়ক ও জাহাঙ্গীর হোসেনকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটি গঠন শেষে যুব সংঘের আহব্বায়ক ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

মুজিবনগরে যুব সমাজের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ দর্শনা প্রধান সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কেটে ফেলা গাছগুলোর শূন্যতা পূরণ করলো বল্লভপুর যুবসমাজ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের উদ্যোগে বল্লভপুর গুড নেইবারর্স হতে আটকবর প্রধান সড়কের দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম।

এর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি’র ব্যানারে দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাটি এই স্লোগানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ গাছ লাগিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

এ সময় বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠুসহ স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় থাকা সাইমন মন্ডল বলেন, রাস্তা বড় করার জন্য যে গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, তারপর থেকে রোদের যে তীব্রতা আমরা সেটা বুঝতে পারছি। তাই রোদের এই তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য এবং পরিপূর্ণ অক্সিজেন পেতে আমাদের যুব সমাজ, শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর আয়োজনে, এই উদ্যোগ। আমরা চাই আমাদের মত বাংলাদেশের সকল যুবসমাজ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে।

উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পথচারীদের মাঝে চারা বিতরণ সহ রাস্তার দু পাশে ৫৫০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়।